পবিত্র মক্কায় নিজামীর মিথ্যাচার

ড. একে আবদুল মোমেন, সৌদি আরব থেকে

বাংলাদেশের জামায়াতে ইসলামী পার্টির আমির এবং বাংলাদেশের জোট সরকারের বর্তমান কৃষিমন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী পবিত্র মক্কা নগরীতে এসে অকারণে মিথ্যাচার করলেন দেখে অবাক হতে হয়। ইসলামে জীবন বাঁচানোর জন্য মিথ্যার আশ্রয় নেবার বিধান রয়েছে বলে শুনেছি, তবে দুনিয়াদারি স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য মিথ্যা বলার কোন বিধান নেই। তাও আবার পবিত্র মক্কা নগরীতে, যেখানে এসে কোটি কোটি পাপীতাপী, অপবিত্র ও পাষণ্ড হৃদয় সত্য ও ন্যায়ের পথে অগ্রসর হয়, যেখানে মানুষের মন দুনিয়ার মায়া মোহ লোভলালসা সব বিসর্জন দেয়। যেখানে আল্লাহ্‌র মাহবুব মানবজাতির শ্রেষ্ঠ চরিত্র হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সা:)-এর কর্মস্থান, যেখানে ইব্রাহিম (আঃ) আল্লাহ্‌র পবিত্র ঘর কাবা শরীফ তৈরি করে রেখেছেন, যা সারা দুনিয়ার মুসলমান জাতির 'কেবলা'। এমনি এক পবিত্র ভূমিতে 'মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগের' ৪র্থতম ইসলামিক কনফারেন্সে বাংলাদেশের প্রতিনিধি মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মাওলানা নিজামী বললেন, ইসলামী আন্দোলনের প্রতিবন্ধক হচ্ছে দুটো প্রতিষ্ঠান– একটি হচ্ছে ইসরাইলী সরকার এবং অন্যটি হচ্ছে বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনৈতিক দল 'আওয়ামী লীগ'। তিনি বলেন, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর আওয়ামী লীগ শাসনামলে বাংলাদেশের উলেমাদের শুধু নির্যাতনই করেননি, তিনি ইসলামী শিক্ষা বাংলাদেশ থেকে উঠিয়ে দেয়ার প্রচেষ্টা চালান, তিনি হাজার হাজার মাদ্রাসা বন্ধ করে দেন এবং মাদ্রাসা শিক্ষা বাবদ দেয় সরকারী অনুদানও বন্ধ করে দেন। জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের ভিতরে শেখ হাসিনার পুলিশ ঢুকে মসজিদের পবিত্রতা নষ্ট করে। তিনি বলেন, শেখ হাসিনা কুদরত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাস্তবায়ন করে দেশ থেকে ইসলামী শিক্ষা বিতাড়িত করার চেষ্টা করেন (সৌদি গেজেট, ৯ এপ্রিল ২০০২)। প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করা অন্যায় নয়। তবে পবিত্র মক্কা নগরীতে শত শত বিদেশী অতিথির সামনে মিথ্যাচার দেশের জন্য শোভন হয়নি। মুসলিম বিশ্বলীগের এক কর্মকর্তা জিজ্ঞাসা করলেন, শেখ হাসিনা কি ইহুদী এবং আওয়ামী লীগ কি অমুসলিমদের প্রতিষ্ঠান? যখন জানালেন যে, শেখ হাসিনা একজন 'হাজী বিবি' এবং তিনি নামাজ পড়েন, মোনাজাত করেন এবং তাঁর দল অমুসলমানদের প্রতিষ্ঠান নয় তখন দুঃখ করে বললেন, আমাদের মুসলমানদের বিশ্বজোড়া দুর্গতির জন্য এই মাওলানারাই দায়ী। তিনি আরও জানালেন যে, কয়েক বছর আগে যখন কিছুসংখ্যক দুষ্কৃতকারী হজের সময় পবিত্র মক্কা শরীফ দখল করে নেয় তখন সৌদি সরকার কাবা শরীফের পবিত্রতা রক্ষার জন্য দুষ্কৃতকারীদের ধরতে ও তাদের একেবারে নির্মূল করতে সিকিউরিটি ফোর্স নিয়োগ করে। দুষ্কৃতকারীরা যদি মসজিদকে অপকর্মে নিয়োগ করে তাহলে তার পবিত্রতা রক্ষার জন্য পুলিশ বাহিনী নিয়োগ অনৈসলামিক নয়।

আওয়ামী লীগ সরকারের সকল কর্মকাণ্ড সবার জন্য ভাল নাও লাগতে পারে। শেখ হাসিনাকে বা তাঁর দলকে অনেকেই অপছন্দ করতে পারেন কিন্তু তাই বলে মিথ্যাচার দিয়ে তাঁকে ঘায়েল করা সমীচীন নয়। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০১ (পৃ: ১৬১-৬৩) এবং "Statistical Year Book, 1997" বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, মাননীয় মন্ত্রীর বক্তব্য সঠিক নয়। আওয়ামী লীগ সরকারের শাসনামলে (১৯৯৬-২০০১) বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ হয়নি বরং বেড়েছে। সরকারী পরিসংখ্যান মতে, ১৯৯৬ সালে দেশে সর্বমোট ৬,১০০টি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠান ছিল এবং ২০০০ সালে তা বেড়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ৭,১২২টি প্রতিষ্ঠানে অর্থাৎ বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ৫.৩%। একই সময়ে মাদ্রাসা শিক্ষকের সংখ্যা ৫.৯% হারে বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ ১৯৯৬ সালে সর্বমোট মাদ্রাসা শিক্ষকের সংখ্যা ছিল ৮৭,১২২ জন এবং ২০০০ সালে তা বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় ১,০৩,৩৬২ জনে অর্থাৎ প্রায় ১৬,২৪০ জন নতুন শিক্ষক নিয়োগ হন। বিশেষ করে উল্লেখ্য যে, এই একই সময়ে নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষকের সংখ্যা ১৮,১১৮ জন থেকে কমে গিয়ে ১৭,৮০৩ জনে নেমে পড়ে। আরও লক্ষণীয় যে, যেখানে মাদ্রাসা শিক্ষকের সংখ্যা বেড়েছে তখন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষকের সংখ্যা ১,৬১,০০০ থেকে কমে গিয়ে ১ লাখ ৫৮ হাজারে পৌছায়। মোটকথা, মাদ্রাসা এবং মাদ্রাসা শিক্ষকের সংখ্যা শেখ হাসিনার শাসনামলে কমেনি বরং বেড়েছে। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মিথ্যা বলার পূর্বে পরিসংখ্যানটি দেখলে ভাল করতেন।

সরকারী পরিসংখ্যানে আরও দেখা যায় যে, শেখ হাসিনার শাসনামলে মাদ্রাসা বা ইসলামী শিক্ষার্থীদের সংখ্যা কমেনি বরং বেড়েছে, ১৯৯৬ সালে সর্বমোট মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ছিল ১৮,৭৪,৯১৭ জন এবং তা ২০০১ সালে বেড়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ৩০,৪৩,২৫৭ জনে অর্থাৎ বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ১২.৮%। মোটকথা, আওয়ামী লীগ শাসনামলে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের সংখ্যা অতিরিক্ত ১১,৬৮,৩৪০ জন বৃদ্ধি পায়।

১ নং সারণি ঃ বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষা ১৯৯৬-২০০১

বছর	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	শিক্ষকের সংখ্যা	ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা
১৯৯৬	৬১০০	৮৭১২২	১৮৭৪৯১৭
১৯৯৭	৬৮৩৬	৯৬৩৬৫	২১০৯৭৬১
১৯৯৮	৬৮৫৩	৯৭১৪৮	২২৩৮৭৩১
১৯৯৯	৭০৯৬	১০০৮০০	২৯৩৫৩৪৮
২০০০	৭১২২	১০৩৩৬২	৩০২৪৮৯৩
২০০১	–	১০৪৩৬২	৩০৪৩২৫৭

উৎস ঃ শিক্ষা মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০১ ঢাকা।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বাংলাদেশে যেখানে শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীর আনুপাতিক সংখ্যা প্রাইমারী স্কুলে ১:৫৪, মাধ্যমিক স্কুলে ১:৩৭, কলেজে ১:৩৪ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ১:৩৬ সেখানে মাদ্রাসাগুলোয় সর্বনিম্নে অর্থাৎ ১:২১ জন। অর্থাৎ প্রতি ২১ জন শিক্ষার্থীর জন্য একজন শিক্ষক রয়েছেন মাদ্রাসাগুলোতে। উন্নত দেশের নিয়ম অনুযায়ী ছাত্র শিক্ষকের পরিমাণ সবচেয়ে কম হওয়া উচিত প্রাইমারী স্কুলে। দুঃখের বিষয় ওখানে প্রতি ৫৪টি শিক্ষার্থীর জন্য রয়েছেন একজন শিক্ষক। [আদর্শ সংখ্যা হচ্ছে ১:১৬]

ছাত্র-শিক্ষকের পরিমাণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, হাসিনা সরকার মাদ্রাসা শিক্ষাক্ষেত্রে তুলনামূলক সবচেয়ে বেশি সুযোগসুবিধা দিয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, সিলেট জামে মসজিদের ইমামের তথ্য অনুযায়ী কওমি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের বিনা বেতন ও বিনা খরচে পড়া ও খাওয়ানো হয়। অন্যান্য স্কুলের শিক্ষার্থীদের সে সুযোগ কি আছে?

এবারে দেখা যাক, ১৯৯১-৯৬ সালে যখন জামায়াত সমর্থিত বিএনপি দল সরকারে ছিল তখন মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়ন কেমন হয়েছে। আমাদের হাতে মাত্র তিন বছরের পরিসংখ্যান এই মুহূর্তে রয়েছে বিধায় তাই নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করা যাক। ১৯৯৪ সালে মাদ্রাসার সংখ্যা ছিল ৫৭৬২টি এবং তা বেড়ে গিয়ে ১৯৯৬ সালে পৌছে ৬১০০টি প্রতিষ্ঠানে। অর্থাৎ বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ছিল ২.৯% যা হাসিনা সরকার আমলের ৫.৩% থেকে প্রায় ৪৫% কম। এমন অবস্থায় জোট সরকারের কৃষিমন্ত্রী কিভাবে মিথ্যা বললেন যে, হাসিনা সরকার মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ করে দেয়? ১৯৯৪ সালে মোট মাদ্রাসা শিক্ষকের সংখ্যা ছিল ৮২,০৭৪ জন এবং তা বেড়ে গিয়ে ১৯৯৬ সালে পৌছায় ৮৭,১২২ জনে অর্থাৎ বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৩.১% যা হাসিনা সরকারের বার্ষিক প্রবৃদ্ধি থেকে প্রায় ৪৮% কম। এবারে দেখা যাক ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ঃ ১৯৯৪ সালে মাদ্রাসার সর্বমোট শিক্ষার্থী ছিল ১৭,৪১,৩৬২ জন এবং ১৯৯৬ তা বেড়ে গিয়ে পৌছে ১৮,৭৪,৯১৭ জনে অর্থাৎ বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ৩.৮%। হাসিনা সরকারের সময় বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১২.৮ অর্থাৎ বিএনপি সরকার থেকে প্রায় সাড়ে তিনগুণ বেশি

২নং সারণি ঃ মাদ্রাসা শিক্ষার প্রবৃদ্ধির হার ১৯৯৪-২০০১

বছর	প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক প্রবৃদ্ধি	শিক্ষকের বার্ষিক প্রবৃদ্ধি	শিক্ষার্থীদের বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার
বিএনপি সরকার (১৯৯৪-৯৬)	২.৯%	৩.১%	৩.৮%
হাসিনা সরকার (১৯৯৬-০১)	৫.৩%	৫.৯%	১২.৮%

উৎস ঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ১৯৯৮ ও ২০০১ অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

সুতরাং মাননীয় মন্ত্রী, পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে যে, বিএনপি সরকারে মাদ্রাসা শিক্ষার প্রবৃদ্ধি হাসিনা সরকার থেকে কম ছিল এবং এমতাবস্থায় 'বিএনপি সরকারকে কি আপনি নমরুদের সরকার বলবেন?' মাদ্রাসা শিক্ষার প্রসার সব সরকারের সময়েই হচ্ছে– সম্পদের অপ্রতুলতাহেতু কখনও কম, কখনও বেশি। তবে আপনি খোদ মক্কা শরীফে এসে বিশ্ব মুসলিম মহাসমাবেশে যে মিথ্যাচার করেছেন তাতে দেশের ভাবমূর্তি বরং ক্ষুণ্ন হয়েছে, জোট সরকারের তাতে ক্ষতি হয়েছে। প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য মিথ্যার বেসাতি আপনার মতো একজন ব্যক্তির কাছ থেকে যিনি বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির তাঁর কাছ থেকে আশা করিনি এবং সেজন্যই দুঃখ। আল্লাহ্‌ আপনাকে হেদায়েত দিন, মিথ্যাচার বন্ধ করুন, ধর্ম ব্যবসা বন্ধ করুন, মানুষকে ঠকানো বাদ দিয়ে মানুষের ইহ ও পরকালের মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করুন। মহান আল্লাহ্‌পাক আপনাকে তখনই হেদায়েত করবেন যখন আপনি সত্যের সন্ধানী হবেন। ১৯৭১ সালে কিছুসংখ্যক লোক মিথ্যাচার দিয়ে সৌদি আরবে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বিনষ্ট করে এবং এর ফলে বহুদিন বাংলাদেশকে খেসারত দিতে হয়। এবারে আবার এর ভাবমূর্তি ধ্বংস করলে দেশ আপনাকে ক্ষমা করবে না। জোট সরকার আপনাকে বিতাড়িত করতে বাধ্য হবে!

APR 16 2002